বেপজা পাবলিক স্কুল ও কলেজ চট্টগ্রাম

২০১৯-২০ সেশনের শিক্ষার্থীদের জন্য

বিষয় ঃ অর্থনীতি ১ম পত্র

৬ষ্ঠ অধ্যায় ঃ শ্রম বাজার

মডেল প্রশ্ন-০১

মি. মারুফ একটি উৎপাদন প্রতিষ্ঠানে মাসক ৩৫,০০০ টাকা মজুরিতে চাকরি শুরু করেন। বেতনের বাইরে তিনি বাড়ি ভাড়া বাবদ ১০,০০০ টাকা চিকিৎসা ভাতা ৫,০০০ টাকা যাতায়াত খরচ বাবদ ৩,০০০ টাকা ও মোবাইল খরচ বাবদ ১,০০০ টাকার অতিরিক্ত সুবিধা পান। উক্ত সময়ে দেশে দামস্তর ছিল ১০০ টাকা সেই প্রতিষ্ঠানের একজন শ্রমিকের মজুরি ও যোগন সম্পর্কিত তথ্য দেয়া হলো।

মজুরি	শ্রমের যোগান
২০০	৫ জন
৪০০	৮ জন
৬০০	১০ জন
৮০০	৭ জন

ক) শ্রমের চাহিদা কী? ১

খ) শ্রম উৎপাদনের একটি জীবন্ত উপকরণ-ব্যাখ্যা কর। ২

গ) উদ্দীপকে তথ্য হতে মি. মারুফের প্রকৃত মজুরি নির্ণয় কর। ৩

ঘ) উদ্দীপকের সারণিতে ব্যবহৃত উপাত্ত হতে, শ্রমের যোগান রেখা অংকন পূর্বক তা কতটুকু বাস্তব সম্মত বিশ্লেষণ কর।

অথবা,

উদ্দীপক হতে প্রাপ্ত শ্রমের যোগান রেখার কারণ বিশ্লেষণ কর। ৪

১নং প্রঃ উঃ ক

শ্রমের চাহিদা ঃ- একটি নির্দিষ্ট সময়ে নির্ধারিত মজুরিতে নিয়োগকারী যে পরিমাণ শ্রমিক নিয়োগ করতে ইচ্ছুক থাকে তাকে শ্রমের চাহিদ বলে।

১নং প্রঃ উঃ খ

উৎপাদনে ব্যবহৃত মানুষের শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম যার বিনিময়ে অর্থ উপার্জিত হয় তাকেই অর্থনীতিতে শ্রম বলে। উৎপাদনের মৌলিক উপাদান হিসেবে শ্রমের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো শ্রম একটি জীবন্ত উপকরণ। কারণ শ্রমিকের জীবন আছে। যেহেতু শ্রম ও শ্রমিক একই সূত্রে গাঁথা। তাই শ্রমিক যতদিন জীবিত থাকবে ততদিন শ্রমের অস্তিত্ব থাকবে।

১নং প্রঃ উঃ গ

শ্রমিক তার আর্থিক মজুরি দিয়ে যে পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী ও সেবা ক্রয় করে এবং কর্মস্থল হতে যে সব আনুষঙ্গিক সুযোগ সুবিধা লাভ করে এই দুঃখের সমষ্টিকে প্রকৃত মজুরি বলে।

অর্থাৎ, প্রকৃত মজুরি,

$$W_p = \frac{W+OA}{C}+C$$

এখানে, W= আর্থিক মজুরি

OA= প্রাপ্ত অন্যান্য সুবিধা

C= অন্যান্য সুবিধা যা অর্থের মাধ্যম দ্বারা পরিমাপযোগ্য নয়।

P= দামস্তর

সুতরাং উদ্দীপকের তথ্য ব্যবহার করে মি. মারুফের প্রকৃত মজুরি।

$$Wr= \frac{৩৫,০০০+১০,০০০+৫০০০+১০০}{১০০}$$

$$= \frac{৫৪,০০০}{১০০} = ৫৪০$$

∴ প্রকৃত মজুরি = ৫৪০ টাকা।

১নং প্রঃ উঃ ঘ

উদ্দীপকের উপাত্ত ব্যবহার করে প্রাপ্ত যোগান রেখাটি হলো পশ্চাৎগামী শ্রমের যোগান রেখা।

একটি নির্দিষ্ট স্তর পর্যন্ত মজুরি বৃদ্ধির সাথে সাথে শ্রমের যোগান বৃদ্ধি পায়। কিন্তু এরপর মজুরি বৃদ্ধি পেলে শ্রমের যোগান বৃদ্ধি না পেয়েহ্রাস পেতে থাকে। ফলে শ্রমের যোগান বৃদ্ধি না পেয়েহ্রাস পেতে থাকে। ফলে শ্রমের যোগান রেখা প্রথমে বাম থেকে ডানে উর্ধ্বগামী হলেও নিদির্ষ্ট বিন্দুর পর মজুরি আরও বাড়ানো হলে শ্রমের যোগান রেখা লম্ব অক্ষের দিকে বেঁকে যায়। তাকে পশ্চাৎগামী শ্রমের যোগান রেখা বলে।

উদ্দীপকের সারণি ব্যবহার করে অংকিত যোগান রেখাটি হলো:

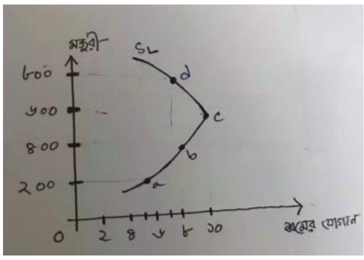

চিত্রে বিভিন্ন মজুরিতে শ্রমের যোগান সূচক a,b,c ও d বিন্দগুলো যুক্ত করে প্রাপ্ত = রেখাটি হলো উক্ত কারখানার শ্রমিকের যোগন রেখা যা পশ্চাৎমুখী।

উদ্দীপকে উপাত্ত ব্যবহার করে অংকিত যোগান রেখাটি বাস্তব সম্মত-

সাধারণ শ্রমিকের মজুরি বাড়লে যোগান কমে কিন্তু শ্রমিকরা যদি একটি নির্দিষ্ট মজুরিতে সন্তুষ্ট থঅকে। তবে তাদের বেশি মজুরি দেয়া হলে শ্রমের যোগান কমে যাবে। যেমন- সাতদিনের জীবনযাত্রা নির্বাহের জন্য যে ন্যূনতম অর্থের প্রয়োজন তা যদি

চারদিনে পাওয়া যায় তবে বাকি তিন দিন শ্রমিকেরা কোনো পরিশ্রম না করে অলসভঅবে কাটিয়ে দেবে। এর কারণ হলো মজুরি বেড়ে যাওয়ায় শ্রমিক যদি মনে করে তার জীবনে পূর্বের চেয়ে স্বাচ্ছন্দ্য বেড়েছ তবে সে অধিক বিশ্বাসের প্রতি মনোযোগী হবে। মজুরি বাড়লে কোনো শ্রমিক বিশ্রামকে বেশি কাম্য মনে করলে সেক্ষেত্রে শ্রমের যোগান হ্রাস পাবে। অর্থাৎ কম মজুরিতে শ্রমিকরা যে পরিমাণ কাজ করতে প্রস্তুত বেশি মজুরিতে শ্রম দানের ইচ্ছা কমে আসে। তাই শ্রমের যোগান রেখা পেছনে দিকে বেঁকে যায়। যাকে পশ্চাৎগামী শ্রমের যোগান রেখা বলে।

মডেল প্রশ্ন-০২

সারণি লক্ষ কর এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের উত্তর দাওঃ

মজুরি	শ্রমের চাহিদা	শ্রমের যোগান
১০	১৫	৫
২০	১০	১০
৩০	৫	১৫

ক) শ্রমের দক্ষতা কী? ১

খ) মজুরি ও আয় একই কিনা-ব্যাখ্যা কর। ২

গ) উদ্দীপকের সারণি হতে শ্রমের যোগান রেখা অংকন কর। ৩

ঘ) উদ্দীপকের আলোকে ম্রম বাজারে ভারসাম্য মজুরি রেখাচিত্রের মাধ্যমে প্রদর্শন পূর্বক ১০ ও ৩০ টাকা মজুরিতে শ্রমবাজারের পরিস্থিতি বিশ্লেষণ কর। ৪

২নং প্রঃ উঃ ক

শ্রমের দক্ষতাঃ দ্রব্যের গুণগতমান অক্ষন্ন থেকে কোনো নির্দিষ্ট সময়ে একজন শ্রমিকের অধিক উৎপাদন করার ক্ষমতা কে ম্রমের দক্ষতা বলে।

২নং প্রঃ উঃ খ

জ্ঞান ঃ মজুরি ও আয় এক নয়। এরা পরস্পর আলাদা।

অনুধাবন ঃ কেকনা একজন শ্রমিক তার শারীরিক ও মানসিক শ্রমের বিনিময়ে যা উপার্জন করে তা হলো মজুরি। অন্যদিকে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের বিনিময়ে অর্থাৎ ব্যবসায় ও বাণিজ্যের মাধ্যমে অর্জিত আথিক সুবিধা হলো আয়। মজুরি যা চুক্তি ভিত্তিক প্রাপ্তি ও এর পরিমাণ নির্দিষ্ট, নির্দিষ্ট সময়কালে তা একই থাকে। কিন্তু আয়ের পরিমাণ নির্দিষ্ট নয়, একটি নির্দিষ্ট সময়কালে তা কম বেশি হতে পারে। মজুরি প্রকাশিত থাকলেও আয় থাকে অজানা।

২নং প্রঃ উঃ গ

জ্ঞানঃ একটি নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট মজুরিতে কোনো দেশে যে পরিমাণ শ্রমিক শ্রম দিতে রাজি থাকে তাকে শ্রমের যোগান বলে।

অনুধাবনঃ প্রচলিত মজুরিতে কাজ করতে ইচ্ছুক শ্রমিকের পরিমাণ দ্বারা শ্রমের যোগান নির্ধারিত হয়। মূলত প্রকৃত মজুরির উপর শ্রমের যোগান নির্ভর করে। মজুরির সাথে শ্রমের যেগানের সরাসরি সর্ম্পক থাকায় অর্থাৎ মজুরি বাড়লে শ্রমের যোগান বাড়ে। মজুরি কমলে শ্রমের যোগান কমে তাই শ্রমের যোগান রেখাটি বামদিক থেকে ডানদিকে উর্ধ্বগামী হয়।

প্রয়োগঃ উদ্দীপকের আলোকে শ্রমের যোগান রেখা অংকন করা হলো-

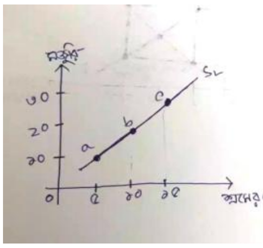

চিত্রে দেখা যায়, ১০ টাকা মজুরিতে ৫ জন শ্রমিক কাজ করে যা a বিন্দু দ্বারা নির্দেশিত। মজুরি বৃদ্ধি পেয়ে যথাক্রমে ২০ টাকা ও ৩০ টাকা হলে যোগান বৃদ্ধি পেয়ে ১০ ও ১৫ হয় যা চিত্রে যথাক্রমে b ও c বিন্দু দ্বারা নির্দেশিত। a,b ও c বিন্দু যুক্ত করে শ্রমের যোগান রেখা পাওয়া যায় যা উর্ধ্বগামী।

২নং প্রঃ উঃ ঘ

জ্ঞানঃ শ্রমের চাহিদা ও যোগানের ভারসাম্য বিন্দুতে নির্ধারিত হয়। শ্রমিকের মজুরি ও নিয়োগের পরিমাণ।

অনুধাবনঃ যে বাজারে শ্রমের চাহিদা ও যোগান দ্বারা মজুরি নির্ধারিত হয় তাকে শ্রমবাজার বলে। শ্রম বাজারে চাহিদা ও যোগানের খাত-প্রতিঘাতে যখন শ্রমের চাহিদা ও শ্রমের যোগান পরস্পর সমান হয়-তখন নির্ধারিত হয় ভারসাম্য মজুরি।

প্রয়োগঃ উদ্দীপকের তথ্যের ভারসাম্য ভিত্তিতে প্রাপ্ত ভারসাম্য মজুরি হলো ২০ একক যা চিত্রে দেখানো হলো।

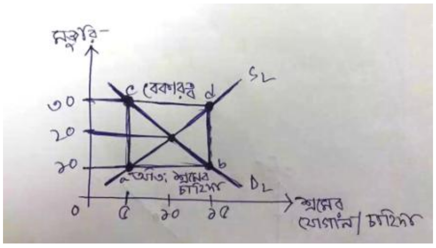

চিত্রের বাখ্যা দিতে হবে।

উচ্চতর দক্ষতাঃ ১০ ও ৩০ টাকা মজুরিতে শ্রম বাজারে যথাক্রমে অতিরিক্ত শ্রমের চাহিদা ও বেকারত্ব বিরাজ করবে। কিভাবে অতিরিক্ত শ্রমের চাহিদা ও বেকারত্ব দেখা দিবে তা ব্যাখ্যা করতে হবে।

মডেল প্রশ্ন-০৩

জনাব মিরাজ একজন কৃষক পূর্বে তিনি তার দুই ছেলেকে নিয়ে কৃষিকাজ করতেন। সম্প্রতি ধান চাষে মুনাফা কমে যাওয়ায় তার এক ছেলে রনি মালয়েশিয়া গমন করে অন্য ছেলে জনি স্থানীয় একটি গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিতে যোগদান করে। কোম্পানি জনির

কাজের গুণগত মান বিবেচনা করে উচ্চতর শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের জন্য তাকে বিদেশে প্রেরনের সিদ্ধান্ত গ্রহন করেছে। যা তার জীবন যাত্রার মানের উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

ক) আর্থিক মজুরি কী? ১

খ) শ্রমের যোগান কীভাবে বৃদ্ধি করা যায়? ২

গ) উদ্দীপকের রনির ক্ষেত্রে শ্রমের গতিশীলতায় ধরন ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ) উদ্দীপকে জনির ক্ষেত্রে কোম্পানির গৃহীত পদক্ষেপ কীভাবে জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে সহায়ক-ব্যাখ্যা কর। ৪

৩নং প্রঃ উঃ ক

কোনো নির্দিষ্ট সময়ে একজন শ্রমিক তার কাজের পারিশ্রমিক হিসেবে যে পরিমাণ অর্থ পায় তাকে আর্থিক মজুরি বলে।

৩নং প্রঃ উঃ খ

প্রকৃত মজুরি বৃদ্ধির মাধ্যমে শ্রমের যোগান বৃদ্ধি করা যায়।

একটি শ্রম প্রদানে রাজি থাকে তাকে শ্রমের যোগান বলে। শ্রমের যোগানের অন্যতম প্রধান নির্ধারক প্রকৃত মজুরি। প্রকৃত মজুরির সাথে শ্রমের যোগানের সম্পর্ক সমমুখী। প্রকৃত মজুরি কমলে শ্রমের যোগান কমে সুতরাং প্রকৃত মজুরি বৃদ্ধি করলেই শ্রমের যোগান বাড়ানো যায়।

৩নং প্রঃ উঃ গ

উদ্দীপকে রনির ক্ষেত্রে শ্রমের আন্তজার্তিক গতিশীলতা লক্ষ করা যায়।

এই প্যারাতে শ্রমের গতিশীলতা কাকে বলে? শ্রমের গতিশীলতার প্রকারভেদ হিসেবে ভৌগলিক গতিশীলতার ধরন হিসেবে আন্তর্জাতিক গতিশীলতা কাকে বলে উদাহরণ সহ ব্যাখ্যা করবে।

এই প্যারাতে উদ্দীপকের গতিশীলতা সাথে আন্তর্জাতিক গতিশীলতার কীভাবে মিল পাওয়া যায়। তা ব্যাখ্যা করবে।

৩নং প্রঃ উঃ ঘ

উদ্দীপকে কোম্পানির গৃহীত পদক্ষেপ জনির শ্রমের দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে যা তার জীবন যাত্রার মান উন্নয়নে সহায়ক।

এই প্যারাতে শ্রমের দক্ষতা কাকে বলে লিখবে। উদাহরণসহ এই প্যারাতে শ্রমের দক্ষতা বৃদ্ধির একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্ধারক কাজ করার ক্ষমতা যা নির্ভর করে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ বুদ্ধিমত্তা জলবায়ু ইত্যাদির উপর এই পয়েন্ট টি ব্যাখ্যা করবে। উদ্দীপকের সাথে শ্রমের দক্ষতার নির্ধারকটির মিল কীভাবে পাওয়া যায় তা বর্ণনা করবে।

এই প্যারাতে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ শ্রমের দক্ষতা কীভাবে বৃদ্ধি করে কীভাবে তা কোম্পানির উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ায় জনির মজুরির উপর কী প্রভাব ফেলে যা তার জীবনযাত্রার মান বাড়াতে সক্ষম ইত্যাদি সুন্দর করে বর্ণনা করতে হবে।

মডেল প্রশ্ন-০৪

সাজ্জাদ সাহেব মাসিক ৪০,০০০ টাকা মজুরিতে একটি প্রতিষ্ঠানে চাকুরিতে যোগদান করেন। এর বাইরে কোনো সুযোগ সুবিধা পান না । কিন্তু তার বন্ধু আলীম সাহেব মাসিক ৩০,০০০ টাকা মজুরিতে একটি প্রতিষ্ঠানে যোগদান করেন। বেতনের

পাশাপাশি প্রতি মাসে তিনি বাড়ি ভাড়া বাবদ ৮,০০০ টাকা , চিকিৎসা বাবদ ৪,০০০ টাকা, টলিফোন বিল বাবদ ১,৫০০ টাকার অতিরিক্ত সুবিধা পান। ঐ সময়ে দেশের দামস্তর ১০০ টাকা। পরবর্তীতে দামস্তর বৃদ্ধি পেলে তা আলীম সাহেবের জীবনযাত্রার উপর প্রভাব ফেলে।

ক) স্তরগত গতিশীলতা কী? ১

খ) আন্তর্জাতিক শ্রম বাজারে বাংলাদেশি শ্রমিকের মজুরি কম হয় কেন? ২

গ) উদ্দীপকের আলোকে সাজ্জাদ সাহেবের মজুরির ধরণ-ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ) উদ্দীপকে তথ্যের ভিত্তিতে আলীম সাহেবের মজুরিটি নির্ণয়পূর্বক তা শ্রমিকের জীবনযাত্রার মান কে প্রভাবিত করে- বিশ্লেষণ কর। ৪

৪নং প্রঃ উঃ ক

একই পেশায় বা একই শিল্পের এক স্তর হতে অন্য স্তরে উন্নীত হওয়াকে স্তরগত গতিশীলতা বলে।

৪নং প্রঃ উঃ খ

বাংলাদেশি শ্রমিকদের মজুরি আন্তর্জাতিক শ্রম বাজারে অধিক না হওয়ার একটি অন্যতম কারণ হলো শ্রমের দক্ষতা। পৃথিবীর সবত্রই দক্ষ শ্রমিকের তুলনায় অদক্ষ শ্রমিকের মজুরি কম বিদেশে কর্মকরত বাংলাদেশের বেশিরভাগ শ্রমিকই অদক্ষ। শিক্ষা ও কারিগরি জ্ঞানের অভাবে শ্রমশক্তির গুণগত মান ও দক্ষতা কম। এছাড়া এদেশের শ্রমিকেরা সুস্বাস্থ্যের অধিকারী নয় বলে তাদের উৎপাদনশীলতা কম। আন্তর্জাতিক শ্রম বাজারে ব্যপক প্রতিযোগিতার কারণে এদেশের শ্রমিকদের দরকষাকষির ক্ষমতা কম।

৪নং প্রঃ উঃ গ

উদ্দীপকে সাজ্জাদ সাহেবের মজুরিটি হলো আর্থিক মজুরি।

এই প্যারায় আর্থিক মজুরির সংজ্ঞা লিখবে আর্থিক মজুরির কিছু বৈশিষ্ট্য লিখবে।

উদ্দীপকের বর্ণনার সাথে আর্থিক মজুরির বৈশিষ্ট্যের মিল আছে তা ব্যাখ্যা করতে হবে।

৪নং প্রঃ উঃ ঘ

উদ্দীপকে আলীম সাহেবের মজুরিটি হলো প্রকৃত মজুরি। এই প্যারায় প্রকৃত মজুরির সংজ্ঞা লিখবে।

আমরা জানি,

$$Wr=\frac{W+OA}{P}+C$$

∴ দামস্তর ১০০ হলে,

$$Wr=\frac{৩০,০০০+৮,০০০+৪,০০০+১,৫০০}{১০০}=৪৩৫\text{ টাকা}$$

এই প্যারায় দামস্তর ও প্রকৃত মজুরির মধ্যে বিপরীত সর্ম্পক বিদ্যমান তা বর্ণনা করতে হবে। এবং উদ্দীপকে দামস্তর বৃদ্ধি পাওয়ায় আলীম সাহেবের প্রকৃত মজুরি হ্রাস পেয়েছে এবং এতে তার জীবনযাত্রার মানের ওপর কী প্রভাব পড়েছে। তা ব্যাখ্যা করতে হবে।

মডেল প্রশ্ন-০৫

মি. পলাশ পূর্বে একটি জুতা ফ্যাক্টরিতে কাজ করতো এখন সে একটি বিস্কুট ফ্যাক্টরিতে যোগদান করলো। নিম্নে বিস্কুট কারখানাটির মজুরি ও শ্রমের চাহিদার একটি উপাত্ত দেয়া হলোঃ

মজুরি	শ্রমের চাহিদা
১০০	২০
২০০	১৬
৩০০	১৪
৪০০	১২

ক) শ্রমের দক্ষতা নির্ণয়ের সূত্রটি লিখ। ১

খ) একই পেশায় মজুরি বিভিন্ন হয় কেন? ২

গ) উদ্দীপকে পলাশের কার্যক্রম হতে অর্থনীতির কোন বিষয়ের ধারণা পাওয়া যায়?-ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ) উদ্দীপকে উদ্দীপকের আলোকে শ্রমের চাহিদা রেখা অংকন পূর্বক এর আকৃতির উপর মন্তব্য কর। ৪

৫নং প্রঃ উঃ ক

$$\text{শ্রমের দক্ষতা} = \frac{\text{উৎপাদনের পরিমাণ}}{\text{সময়}}$$

৫নং প্রঃ উঃ খ

একই পেশায় মজুরি বিভিন্ন হওয়ার প্রধান কারণ হলো শ্রমের দক্ষতা। শ্রমের দক্ষতার সংজ্ঞা লিখবে।

দক্ষ শ্রমিকেরা গুণগতমান সম্পন্ন পণ্য উৎপাদনে বেশি অবদান রাখে। শ্রমের দক্ষতা উৎপাদিকা শক্তি বাড়ায় সময় ও সম্পদের অপচয় রোধ হয়, যন্ত্রপাতির পূর্ণ ব্যবহারের ফলে উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ে। যা মালিক পক্ষের মুনাফা বৃদ্ধিতে সহায়ক। তাই দক্ষ শ্রমিকের মজুরি বেশি।

৫নং প্রঃ উঃ গ

উদ্দীপকে পলাশের কার্যক্রম হতে শ্রমের গতিশীলতার ধারণা পাওয়া যায়।

শ্রমের গতিশীলতার সংজ্ঞা লিখবে।

উদ্দীপকে আলোকে শ্রমের গতিশীলতাটির ধরন যেমন: (শিল্পগত গতিশীলতা) ব্যাখ্যা করবে।

উদ্দীপকের বর্ণনার সাথে ধারণাটির মিল রয়েছে তা ব্যাখ্যা করবে।

৫নং প্রঃ উঃ ঘ

শ্রমের চাহিদার সংজ্ঞা লিখবে।

মজুরি ও শ্রমের চাহিদার সম্পর্ক নির্দেশক বিন্দু হতে শ্রমের চাহিদা রেখা পাওয়া যায়।

উদ্দীপকের তথ্য ব্যবহার করে শ্রমের চাহিদা রেখাটি অংকন করা হলো যা বামদিকে নিম্নগামী

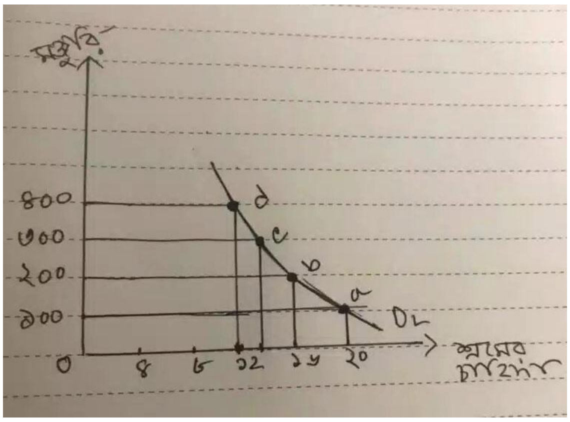

চিত্রের ব্যাখ্যা দিতে হবে।

এই প্যারায় শ্রমের চাহিদা রেখাটি কেন নিম্নগামী তা বর্ণনা করতে হবে।

(শ্রমের চাহিদা ও মজুরির বিপরীত সম্পর্ক এর মূল কারণ)